ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪০৮৩
আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারী,২০১৭

সুধন্ব দেববর্মা জন্ম শতবর্ষ উদযাপনের সূচনা
সুধন্ব দেববর্মা ছিলেন স্বচ্ছ ও সৎ মনের মানুষ - মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরার সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা ও পথ প্রদর্শক ছিলেন সুধন্ব দেববর্মা । এ সমাজ সংস্কার আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন শিক্ষা প্রসারের কার্যক্রমে মধ্য দিয়ে। আজ জম্পুইজলার মিনি স্টেডিয়ামে জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সুধন্ব দেববর্মার বর্ষব্যাপী জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । তিনি বলেন, সুধন্ব দেববর্মা শুধু উপজাতি নয়, জাতি - উপজাতি উভয় অংশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । ত্রিপুরায় রাজন্য আমলে রাজারা উপজাতি অংশের ছিলেন । তা সত্বেও রাজ্যের উপজাতি জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাবার জন্য যে একান্ত আগ্রহ দেখানোর দরকার ছিল তা তারা দেখান নি । সেই সময় উপজাতি জনগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে মেয়ের সংখ্যা হাতে গোনা ছিল । সুধন্ব দেববর্মাকে সামনে রেখে দশরথ দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা প্রমুখ শিক্ষার প্রসারে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাদের ভরসা যুগিয়েছিলেন সুধন্ব দেববর্মাই । ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতি তৈরী হয় সদরে এবং এর প্রথম সভাপতি ছিলেন সুধন্ব দেববর্মা । তারপর শুরু হয় শিক্ষা আন্দোলনের নতুন জয়যাত্রা । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষার আলো জ্বালাতে না পারলে, অশিক্ষা অন্ধকার দুর করতে না পারলে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ হবেনা । আর গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ যদি না হয় তাহলে মানুষ আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকারও অর্জন করতে পারবেনা। সেক্ষেত্রে জনশিক্ষা আন্দোলন ত্রিপুরার গোটা গণতান্ত্রিক, গতিশীল, রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনে । শিক্ষার প্রসারে জনশিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সুধন্ব দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বকে কঠোর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । শুধু তাই নয় এটা করতে গিয়ে তাদের রাজরোষেও পড়তে হয়েছিল ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুধন্ব দেববর্মাকে জানতে গেলে বা বুঝতে গেলে তাঁর লেখা উপন্যাস পড়তে হবে । তাতে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি জনশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কেও জানা যাবে । সুধন্ব দেববর্মা শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনের পাশাপাশি উপজাতি সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করেন । তিনি উপজাতি অধ্যুষিত প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সবাইকে বিভিন্ন কুসংস্কারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতেন । একাজে তিনি সবার

২৫ পাতা

সহযোগিতাও পেয়েছিলেন । এই ধারা বেয়েই প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার বিকাশ, গণতান্ত্রিক বিকাশ বোধ জাগরণ এবং শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের চোখ খুলে দিয়েছিলেন । মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজন্য শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো সহজ ছিলনা । এসময় মানুষকে সংগঠিত করা খুবই কঠিন ছিল । কিন্তু সুধন্ব দেববর্মা ত্রিপুরার জাতি উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে সারা ত্রিপুরা চষে বেড়িয়েছিলেন । সুতরাং আজকের ত্রিপুরার ইতিহাস লিখতে গেলে সুধন্ব দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মাদের অবদান ভুলে গেলে চলবে না ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুধন্ব দেববর্মা ছিলেন স্বচ্ছ ও সৎ মনের মানুষ । সবসময়ই তিনি মানুষের ভালো চিন্তা করতেন । জম্পুইজলা - টাকারজলায় যখন বিদেশী বিতাড়ণ, স্বাধীন ত্রিপুরার দাবির আগুনে জ্বলছিল তখনও তিনি সামনে থেকে লড়াই করেছিলেন । তিনি জনগণকে বুঝিয়েছিলেন জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসেই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব । তিনি বলেন, উপজাতি অংশের আজকের প্রজন্মকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার একটা চক্রান্ত চলছে । তারা যাতে বিপথে না যেতে পারে তার জন্য সুধন্ব দেববর্মা জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির মধ্যে যাঁরা লেখক, সাহিত্যিক রয়েছেন তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে । সুধন্ব দেববর্মার জীবন নিয়ে আরও বেশী করে বই লিখে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে হবে । সুধন্ব দেববর্মার জীবন থেকে যে শিক্ষা পাওয়া গেছে তাও নবীন প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে হবে । এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সুধন্ব দেববর্মা স্মৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্যও তিনি জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির নিকট আবেদন রাখেন । তাহলে ঐক্য চেতনা দৃঢ় হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন । তবেই তাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী । অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাশিষ তলাপাত্র, বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা, বিশিষ্ট ককবরক সাহিত্যিক চন্দ্রকান্ত মুড়াসিং এবং সুধন্ব দেববর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রশান্ত দেববর্মা । অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সুধন্ব দেববর্মা মেমোরিয়াল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর মর্মরমূতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান ।

****

P.D